তারিখ ..... 01 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ .....

দৈনিক
ইত্তেফাক

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষক সংকটের কারণে দেশের বিশেষ করে মফস্বল এলাকার সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন বিষয় রয়েছে যেখানে একজনও শিক্ষক নেই। আবার কোনো কলেজেই নেই আইসিটি শিক্ষক। বাংলা এবং ইংরেজির শিক্ষকরা আইসিটি পড়ান। আবার অছাত্রদের ছাত্র রাজনীতির কারণে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যাচ্ছে না।

গতকাল শনিবার রাজধানীতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে এসব অভিযোগই তুলে ধরেন দেশের ৩২৯ কলেজের অধ্যক্ষ। তারা বলেন, স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হলে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

দিনব্যাপী এ সম্মেলন রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক ওয়াহিদুজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের অনেক শিক্ষক তার পছন্দের জায়গায় যাওয়ার জন্য তদ্বির করেন। আমার কাছে যদি ১০০ জন লোক আসে, তার ৮০ জন আসে কেবল ঢাকায় আসার জন্য। সরকারি চাকরি করতে হলে সরকার যেখানে দেয়, সেখানে যাওয়া নিয়ম। তারা নানা রকম ক্ষমতাবান লোক দিয়ে ঢাকায় আসেন এটা অন্যায়। তিনি বলেন, মন্ত্রী, সচিব, ডিজির কাছে কেউ এমন সুপারিশ নিয়ে আসলে তার জন্য সেটি নেতিবাচক হিসেবে দেখা হবে। মন্ত্রী বলেন, বদলির জন্য অনলাইনে আবেদন করবেন। প্রকৃত প্রয়োজন হলে অবশ্যই বদলি করব। কিন্তু কোনো তদবির চলবে না।

সম্মেলনে চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এমএ মতিন মিয়া বলেন, এই কলেজে ৩৫ পদের মধ্যে ১২টি শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। আবেদন নিবেদন করেও কোনো লাভ হচ্ছে না। কষ্ট করে অনার্স মাস্টার্স শ্রেণিতে সিলেবাস শেষ হয়।

ঝিনাইদহের একটি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ বলেন, ৪৩ পদের বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র ১৮ জন। এছাড়া শ্রেণিকক্ষের সংকট আছে। তিন বছর ধরে হিসাবরক্ষক নেই। অফিস সহকারী দিয়ে

শিক্ষামন্ত্রীকে জানালেন অধ্যক্ষরা, ঢাকায় পোস্টিংয়ের জন্য তদবির না করার পরামর্শ মন্ত্রীর

হিসাব রক্ষকের কাজ করছি। খুব কষ্ট হচ্ছে। সঞ্চালকের প্রশ্ন ছিল, শিক্ষক নেই, তবুও অনার্স খুললেন কেন? অনার্স খুলে নতুন বিড়ম্বনার সৃষ্টি না করার অনুরোধ জানান তিনি।

কুমিল্লা সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ বলেন, বাংলাদেশের কোনো কলেজে আইসিটি পদের শিক্ষক নেই। এখন বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক আইসিটি পড়ান। এতে ছাত্র শিক্ষক কেউই আনন্দ পায় না।

স্বরূপকাঠী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, তার কলেজে শূন্য শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। তিনি বলেন, উপজেলা জেলা পর্যায়ে শিক্ষকরা থাকতে চান না। এ কারণে চাকরিতে ৩ বছর গ্রামের কলেজে থাকতে হবে এমন একটি নীতিমালা করা যায় কিনা ভেবে দেখতে বলেন তিনি।

শরীয়তপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, তাদের বিভিন্ন সময় জেলা প্রশাসনের সভায় ডাকা হয়, কিন্তু অধ্যক্ষদের নির্দিষ্ট কোনো আসন থাকে না।

বরিশালের সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শচিন কুমার রায় বলেন, পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজে ফুল ফুটিয়েছি। এখনও ফুল ফোটাতে চাই। যারা অছাত্র তারা এখানে রাজনীতি করছে। আমার বিভিন্ন কাজে বাধা দিচ্ছে। বাধাগুলো দূর করার ক্ষেত্রে কিছু করা যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার।

সরকারি সা'দত কলেজের অধ্যক্ষ আফরোজা খানম বলেন, আমি এখানে নতুন এসেছি। কিন্তু এসে শুনেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকোর্স পরীক্ষা না দিলেও নাকি ৮ নম্বর দিতে হয়। এটা কেন হবে। তিনি বলেন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমে শিক্ষকরা বসে থাকেন মাল্টিমিডিয়া নিয়ে, আর শিক্ষার্থীরা বসে থাকে মোবাইল ফোন নিয়ে। ভোলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, অধ্যক্ষকে অবহিত না করে শিক্ষকদের বদলি বা পদায়ন করা হলে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। ২ জন শিক্ষকের মধ্যে ১ জনকে বদলি করে নিয়ে গেলে কিভাবে কলেজ চালাবো।

সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের ৩২৯ কলেজের মধ্যে ২১৮টি কলেজে শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে। আর ঢাকা কলেজসহ ১২টি কলেজে শিক্ষক বেশি আছে। সম্মেলনে জানানো হয়, ঢাকা কলেজে ২০০ পদের বিপরীতে ২২৪ জন, তিতুমির কলেজে ১৭৪ পদের বিপরীতে ১৯৮ জন, সরকারি বাঙলা কলেজে ১১৭ পদের বিপরীতে ১৪৫ জন, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ ২৩ পদের বিপরীতে ৪১ জন শিক্ষক রয়েছেন।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বেশি সরকারি ইডেন কলেজে ৭২টির মধ্যে ৪৪টি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নেই এমন কলেজ ৩৬টি, নিজস্ব ওয়েবসাইট নেই এমন প্রতিষ্ঠান ১২টি।